পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলবর্তী এলাকার কিছু আঞ্চলিক শব্দ বিলুপ্তির পথে

নীলোৎপল জানা

ভারতবর্ষের মানচিত্রের দিকে তাকালে দেখা যায়, পূর্ব মেদিনীপুরের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে ওড়িশা রাজ্যের সীমারেখা, পাশেই হিন্দি ভাষা অধ্যুষিত রাজ্য ঝাড়খণ্ড, বিহার। ফলে পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলবর্তী এলাকার বাংলা ভাষার সঙ্গে ওড়িয়া, হিন্দি ও পোর্তুগিজ ভাষার সহজ মিশ্রণে এক নতুন ধরনের আঞ্চলিক ভাষা ও শব্দের সৃষ্টি হয়েছে যা পূর্ব মেদিনীপুরের অন্য অঞ্চলের ভাষা থেকে আলাদা। যেমন—ওড়িয়া ও পোর্তুগিজ ভাষা প্রভাবিত অঞ্চলের মানুষ ইঁদুরকে বলে 'মুশা', প্রদীপকে বলে 'চেরাক' ইত্যাদি।

হাজার হাজার বছর ধরে চলছে ভাষার সংমিশ্রণ ও বর্জন। এছাড়া বহু জনগোষ্ঠীর মানুষ দীর্ঘদিন ধরে এইসব এলাকায় বাস করছে, যেমন—মাঝি, সাঁওতাল, শবর প্রমুখ। এদের মুখের ভাষা এলাকায় প্রচলিত হয়েছে। এইভাবে অসংখ্য শব্দ এইসব এলাকার মানষের মধ্যে প্রচলিত হয়েছে, যেমন 'হিটমা' (হিটিম = কচ্ছপ) বা পারসি শব্দ 'কুঁই' হয়েছে 'কইনাড়ী' (শালুক)। আবার ওড়িশার মানুষের সঙ্গে বৈবাহিক কারণ বা যাতায়াতের কারণে বহুল ওড়িয়া শব্দের আমদানি ঘটেছে। যেমন—আজা, মাউগ, আই ইত্যাদি। এইসব এলাকার জঙ্গল সাফ করার জন্য বিহারী ও হিন্দুস্থানী জনমজুর আনা হয়েছিল, ফলে তাদের লোকভাষা এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে বলে ধরা হয়, যেমন—পানি, সামসা ইত্যাদি। এইসব আগন্তুক আঞ্চলিক শব্দ এ অঞ্চলে এসে আরও পরিবর্তিত হয়ে নতুন এক আঞ্চলিক ভাষার সৃষ্টি করেছে।

পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলবর্তী এলাকা বিশেষ করে দীঘা, কাঁথি, জুনপুট, শঙ্করপুর, দরিয়াপুর, খেজুরী, নন্দীগ্রাম ইত্যাদি স্থান আজ আর আঞ্চলিকতায় বন্দি নয়। গত কুড়ি বছরের মধ্যে এইসব এলাকায় ব্যাপক ভাষাগত পরিবর্তন ঘটেছে। কারণ, এখন যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো হওয়ার ফলে বাংলা তথা ভারতবর্ষের বহু মানুষ এ অঞ্চলে বেড়াতে আসছে এবং তাদের মান্য ভাষা এইসব স্থানে ছড়িয়ে পড়ছে। তাই এখানকার আঞ্চলিক শব্দের অবলুপ্তি ঘটে চলেছে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে হয়তো এই সব এলাকার আঞ্চলিক শব্দের আর পরিচয় পাওয়া যাবে না। এমনই আমার জানা হারিয়ে যাওয়া কিছু আঞ্চলিক শব্দের পরিচয় তুলে ধরবো; তবে এদের উৎস আমার পক্ষে জানা সম্ভব হয়নি। পরবর্তী সময়ে এই শব্দগুলোর উৎস নির্ণয়ের চেষ্টা করবো।

অদা = আধ-ভেজা। যে কোনো আধ-ভেজা জিনিসকে এই এলাকার লোক অদা বলে।
অঘা = ভোঁতা, অপদার্থ। কাটারিটা অঘা; এটায় গলাবি (গলাও) কাটবেনি।
অঁটা = কোমর।
অড় = আড়াল করা।
আগলা = খোলা।
আগড়া = অপুষ্ট ধান।
আজড়ানা = পরিবর্তন বা ছাড়া। বাসি কাপড় আজড়ি পেকা।
আগোড় = বাড়ির প্রচীরের দরজাকে মুলত বোঝায় যা পলকা বাঁশ ও দড়ি দিয়ে তৈরি।
আদঘাত = আইঢাই। শ্বাস নিতে নাই পারলে আদঘাত হয়।
অরঘাতিয়া = মানবিকতা হীন, নৃশংস।
অলকা = নামিয়ে ফেলা। কাখনু (কোমর) কলসী অলকি পেকা।
আওটানা = গলিয়ে নেওয়া।
আমুয়া = আধপোড়া ইঁট, হাঁড়ি, কলসী ইত্যাদি।
আঁতি = অ-সার অংশ। পাঁয়্যি কাখুরের আঁতি (সাদা নরম অংশ) দিকি ফুল বড়ি দিয়া হয়।
আঁতেল = যে নিজেকে বুদ্ধিমান মনে করে।
আপ = থুতু। শিব চুতুর্দশী বার করনে আপ ঘিটা যায়নি।
আদুড় = খোলা।
আঁউঠ = হাঁটু।
ইলিবিলি = এলোমেলো।
ইড়কি = গুঁতো। সে ইড়কি দিয়ে আমাকে সতর্ক করল।
ইলচি = পরিহাস করা।
উবা বা উভা = মাটির উপর থাপড়ে না বসে উঁচু হয়ে বসা।
উথলি = ঔদ্ধত্য। টকাটা (ছেলেটা) মরবে বলিকি উথলায়টে।
উতরি = ফুলে উঠে গড়িয়ে পড়া। লয়া ঘরে ঢুকতে হিনে দুধ উতরিতে হয় জানুত
উৎকুসলি = অস্বস্তি বোধ করা। বেশি খাইনে একটু উৎকুসলি হয়।
উঁকুঁউ/উকুন = মাথার পোকা।
উচক্কা = চরিত্রহীন।
উলি কাঁদাড় = গৃহের বাহিরের চারপাশ। পাগলাটা সারারাত উলি কাঁদাড়ে শুই আছে।
উদলা = অনাবৃত গা।
উদভুট্টি = অত্যদ্ভুত।
উচকা = উঠতি। উচকা যুবতী।
একরুখা = যা বলবে তাই /কথা নড়-চড় না হওয়া/এক গুঁয়ে।
কঁনক বা কণকা = কাঁসার সঙ্গে টক জাতীয় পদার্থের বিক্রিয়ার ফলে জাত ধাতুমল। তাই কাঁসায় টক খেতে নেই।
কুচুটি = হিংসুটে। সব জাইগায় কুচুটি লোক রয়।
কজাক = সংকীর্ণ।
ককাপ বা কুকাপ = জ্বরের তীব্রতা বোঝাতে।
কাখুর = যেকোনো কুমড়ো

কিটানি = যে খুপ বিরক্ত করে (নাছোড় বান্দা)। টকাটা প্রচুর কিটানি আছে, পারবানি কইটি তবু শুয়েনি।
কানপাটা = গলা ও কানের মাঝের স্থান।
কাঁথ = মাঠির দেওয়াল।
কুঁদান = অমানবিক মার। পকেটমারটাকে পাবলিক আচ্ছা কুঁদান দিচে।
কেতরি যাওয়া = কাহিল বা দম পাওয়া। চোরটাকে এমন মারচে পুরা কেতরিচে।
কেড়ি আঙুল = ছোটো আঙুল।
খরমিশ = ছোটো-বড় সব রকম।
খুপনা = ঠোক্কর মারা। প্রতিদিন ভোর চড়ুই পাখি আমার ঘরে জানলায় খুপায় পকা-মাকড় খাওয়ার জিন্যে।
খইফুটা = অনর্গল কথা বলা। বাচ্চা টকা কিন্তু মুয়ে খইফুটেটে।
খিড়কি দরজা = পেছনের দরজা।
গঁফা = চুলের খঁপা। চুল সব সময় নাই ছাড়িকি গঁফা (খোঁপা) করনে তোকে দেখতে ভালো লাগে। /কাপড়ের গোঁজ। গাছে উঠার সময় কাপড়ের গঁফা (গোঁজ) ভাল করিকি মারতে হয়।
গেল = রসিকতা।
গাঁতি = লম্বা আকৃতির মাটিতে গর্ত করার যন্ত্র বা শাবল।
গেঁজানো = আসল কথার বদলে আলফাল কথা।
গড়াদানা = গোয়ালের বাহিরে গরু বেঁধে রাখার স্থান।
গাভড়া = বাঁশের তৈরি সিঁড়ি।
গা-ধুয়া = স্নান করা।
গোঁয়ার = অরসিক ব্যক্তি।
গোয়া = পাছা। কাজ করার সময় গোয়ার কাপড় ঠিক কর দাদা।
গোহারা = সর্বোচ্চ পরাজিত হওয়া।
গ্যাঁড়াবাজ = ঝামেলা বাজ।
গ্যানশাবাজি = ফাজলামি করা
গরাক = রাক্ষস/যে বেশি খাই খাই করে।
ঘিঁটা = দ্রুত গিলেফেলা। চ্যাকতা খাড়ার রস প্রচণ্ড তিতা, টপকি ঘিঁটি দে।
ঘোট = ঢোক গেলা।
চহরম = ঔদ্ধত্ব। টাকার চহরম দেখিবুনি, একদিন ফকির হবু।
চাখা = পরখ করা (Test)
চান = পাথরের ব্লক/স্নান করা। (চানের উপর উপর বুসিকি স্নন কর।)
চামচা = স্তাবক। (Sycophant)
চাইল = উরু।
চুয়াড় = মিথ্যুক/ঢ্যামন।
চুথিয়া = কৃপন। চুথিয়ার বড় বড় কথা।
চেংনা = বাজে লোক।
চেঁকা = ছেঁকা। রাঁধতে যাইকি হাতে চেঁকা লাগলা।
ছটা = খোঁড়া। লোকটা ছটুউচি।

ছর = কামানো। দাঁড়ি ছর করা।
ছনকি = বেয়াদপ মেয়ে/ব্যাভিচারী মহিলা। (ওড়িয়া প্রভাব)
ছয়লাপ = অপচয়।
ছেপ = থুতু
ছিটাল = পাগলামি।
ছিঁক = হাঁচি।
ছেঁচড়া = প্রতারক। (Lunacy)
ছেঁদা = ছিদ্র। বাঁশটা ছেঁদা করি দে।
ছিয়া = ছেদা করা বা ভাগ করা। গাছটাকে ছিয়া কর।
ছোকরা = ছেলে।
ছুকরি = নব যুবতী (Young Girl)
জাউ = নরম ভাত (Gruel)
জাহান = প্রাণ। পেটে ভাত পড়তে জাহান আইলা।
জাড় = শীত। তোর কী জাড় চাপচে।
জাড়ি = জিহ্বার ঘা।
জাঁক = টাইট। জাইগা কম জাঁকি জাঁকি বুস।
জাবড়া/জ্যাবড়া = অসুন্দর। (Ugly)
ঝিঁট = হোঁচট। দেখিকি যা, নাইলে ঝিঁট লাগলে পায়ের বারোটা বাজি যাবে।
ঝটকা = ঝড় ওঠা।
ঝাড়া ফেরা = মলত্যাগ করা
ঝুনা = পাকা। লাড়িয়াটা ঝুনা কী।
ঝুল = কালো ফাঁদ।
ঝামলানা = ঝিমিয়ে যাওয়া। জল নাই পাইকি গাছ ঝামলি যায়টে।
টকা = কম-বয়সী ছেলে।
টপকি = দ্রুত। আমাকে দেখিকি টপকি মুয়ে (মুখে) ভরি দিলা।
টেক = জেদ। সব কথায় টেক ধরা ভালো না।
টাঙানা = ঝোলানো। ছবিটা টাঙি দে কাঁথে (দেওয়ালে)।
টেমক = অহংকার। লয়া বউর টেমক দেখ।
টেংরি = পা। টেংরি কাটি লিবা, বেশি বাহাদুরি দেখিবুনি।
টুসকি = হালকা টোকা দেওয়া।
টেঁঠি = বির = সহকারে চিৎকার করে কথা বলা।
ঠেকা = ছোটো ঝুড়ি বা পাছিয়া।
ঠাট = ঢং করা।
ঠাপ = মার/প্রহার
ঠেঁট কালা = শুনে না শোনার ভান।
ঠেকুয়া = কোনো বাঁশের খুঁটি দিয়ে ঠেক দেওয়া।
ঠ্যাং = পা। (Leg)
ডিঁয়া = বড় কালো পিঁপড়া
ডপকা/ডাগর = যৌবন প্রাপ্ত।

ডাঁট = অতিরিক্ত কোনোকিছু দেখানো। কটা গয়না পরিকি ডাঁট দেখাউটু।
ড্যাঁণা = পুরো বাহু।
ড্যারা = বাঁকিয়ে রাখা
ঢিপা = বাস্তু।
ঢাপু = নুড়ি দিয়ে খেলা। গুটিগুলো নাচিয়ে খেলতে হয়।
ঢিপকান = শব্দ করে মারা।
ঢেলা = চোখ। এমা চাঁইবুনি ঢেলা উপড়ি লিবা।
ঢ্যয়্যা = ঝলঝলে/খোলামেলা।
তড়ফা = লম্বা
তড়ফা = লম্ফ-ঝম্প করা। বেশি তড়ফানি, ঝামেলা হবে।
তপকা = তামাক জাতীয় পদার্থ।
তাড়ি = পচানো রস। মূলত খেজুর রস ও পচা পান্তা থেকে তৈরি।
তাতানো = অন্যের বিরুদ্ধে ক্ষেঁপিয়ে তোলা। বেশি তাতিবুনি খেপি যাবে।
তেঁদড় = খচড়ামি/ধূর্ত/শঠ/শয়তানি।
তেড়িয়া = মার মুখী।
থাতানি = মার দেওয়া।
থোপ = থুতু
থোবড়া > থবড়া = মুখ মণ্ডল।
দা = কাস্তে।
দন্টায় > দঁড়ে = সামন্য সময়
দাউলি = কাটারি
দাঁড়া = অপেক্ষা করা। দাঁড়া, যাইটি।
দোরো = পাতার রস
দুদু = স্তন।
ধকচান/ধচকান = তীব্র যন্ত্রণা।
ধোবল > ধোবো = সাদা।
ধারা = চোখ থেকে জল বওয়া।
ধড়াস = জোরে কিছু পড়ার শব্দ।
ধাঙড় = বয়স মনে করানো। (গালি পাড়তে ব্যবহৃত হয়)
ধাতানি = বকাবকি করা।
ধামসা = অতিরিক্ত বড়।
ধাংড়ি = ধড়িবাজ মহিলা
ধুমসি = মোটা। তার ঘরে সীতা বেস ধুমসি।
ধাড়ি = বয়স্ক। অতবড় ধাড়ি মাইঝি লজ্জা নাই খালি গায়ে ঘুরুটু।
ধোকড় = কিছু না। বামুনের টকা মাকড় মারনে ধোকড় হয়।
নাদুস = মোটা।
নেঙা = স্বাভাবিক নয় বা কম শক্তিশালী। নেঙা হাত বা পা। (বাম হাত বা পা)
নুনু = শিশ্ন/অপরিণত পুরষাঙ্গ।

পকটি/পাঘা = গোরুর গলার দড়ি যা দিয়ে বেঁধে রাখা হয়।
পতুল = গরুর দ্বারা খড়কে এলমেল করা।
পনকি = বঁটি। মাছ ও সব্জী কাটার জন্য ব্যবহৃত।
পত্তা = ভর্তি। পত্তা কলসী লিতে পারবুনি।
পাঞ্জানা = লোহার জিনিস ধারালো করা।
পাউচি = সিঁড়ির ধাপ।
পাস্তানা = গোঁজা। রাতে ঘুমোনোর সময় মশারী পাস্তাতে হয়।
পঁদ = পায়ু।
পুঁজা/পুঞ্জা = আঁটি। শাকের পুঁজা/মূলার পুঁজা।
পোটিঙ্গা = ভাব।
পোড় = পাকা। ইঁটের পোড় ভালা নাই হিনে নুনা (লবন) লাগবে।
ফেঁণা = ছড়া/গোছা। কলার ফেঁণা।
ফলার > ফরাল = ফলমূল দান।
ফরা = ফাঁপা।
ফাপ = ব্যথা।
ফ্যারা = সামঞ্জস্যহীন/পার্থক্য
বুজলা = এলোমেলো করে জড়ো করা।
বতরানা = ফুলেওঠা। মটর জলে বতরানা হয়।
বাটচাঁয়া = অপেক্ষ করা।
বাড়ুয়া = মোড়ল।
বুজা = বোতলের ছিপি।
বে-টাকুরিয়া = যে সহবৎ জানেনা বা মানেনা।
বোড়বা/বোড়মা = জ্যাঠামশায়/জ্যাঠাইমা।
ভাকু = তাড়ি/মদ।
ভ্যেগা = বোকা।
ভুঁকড়া = কিল।
বিষ আঙুল = তর্জনী
ভঁসড় = মোটা। ভঁসর লোকের হাঁটতে অসুবিধা হয়।
ভুরকুটি = ভেলকি/চমকানো
মঞ্জরি = ঝিমিয়ে পড়া/আয়তন কম হওয়া। এক কড়া শাক চুলায় বুসিনে দেখবু মঞ্জরি যাবে।
মোট = মাথায় করে কিছু বওয়া/বোঝা।
মালুম = অনুমান
মুঠুণ = কনুই থেকে মুষ্টিবদ্ধ হাত পর্যন্ত দূরত্ব।
মুড়া = মাথা।
মুহাড়ি = মুখ ভার করা। ঝিমলিকে কোনো কথা কইবার রাস্তা নাই; ভালো কিছু কইলেই সবেতে মুহাড়ি করে।
মুগরি = মাছ ধরার যন্ত্র বিশেষ, যা বাঁশের কঠি দিয়ে তৈরি হয়।
মাউক = স্ত্রী।

মাড়া = বহুজন যাওয়ায় যে নতুন পথ তৈরি হয়।
মেড়াখিয়া = গালি বিশেষ। (ওড়িয়া প্রভাব)
রিক = ক্রোধ
রগড়ি = নছোড়বান্দা। বাপিকে রগড়িকি ধর চাকরি হবে।
রিষ্টি = খারাপ সময়।
রুলি = পোলা। লাল প্লাস্টিকের চুড়ি।
রুই = রোপন করা
লাই = নাভি।
লৌটি = উল্টি।
লড়কানি = খারাপ জিনিস।
শটকা = স্বল্প টানা (এক শটকা হুকায় টান দিলে হিতা)। শরীরে কোথাও লেগে যাওয়া। (ধাপতে যাইকি কমরে শটকা লাগলা)।
সিঙনি = সর্দি।
সেঁকন = পিটিয়ে শিক্ষা দেওয়া।
হলা = নড়া। দাঁত হলেটে।
হড়া = কর্দমাক্ত।
হড়কা = পিচ্ছল।
হাটুয়া = সাধারণ।
হেলগম = নির্বিকার। ভবার সংসারের প্রতি হেলগম নাই।
হিঁসকুটিয়া = হিংসুটে।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় সমস্ত কিছু তুলে ধরা যেমন সম্ভব হল না তেমনি বহু শব্দ আরো থেকে গেল যার সম্পর্কে আমার পরিচিতি নেই বা আরো অনেক আগে অবলুপ্ত হয়েছে; আবার অনেক শব্দ বহুল ব্যবহারের ফলে অভিধানে স্থান পেয়েছে। যেভাবে সভ্যতা ও সংস্কৃতি এগিয়ে চলেছে আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এইসব এলাকার আঞ্চলিক শব্দ লিখিত প্রমাণ ছাড়া পাওয়া সম্ভব হবে না।

তথ্যের সন্ধানে

১. ক্ষেত্রসমীক্ষার তথ্য